ক্যালকাটা প্রোডাকসন্সের
এক যে ছিল বাঘ
পরিচালনা
উমাপ্রসাদ মৈত্র

এক যে ছিল বাঘ

দি ক্যালকাটা প্রোডাকসন্স এর প্রথম ছবি

কাহিনী ও পরিচালনা : উমাপ্রসাদ মৈত্র সঙ্গীত : সুধীন দাশগুপ্ত চিত্রনাট্য : মিহির সেন

চিত্রশিল্পী - পরিমল দত্ত। সহকারী - জগদীশ দুবে, সুধাময় দত্ত। প্রধান সম্পাদক - অর্ধেন্দু চট্টোপাধ্যায়। সহকারী - প্রতুল রায়চৌধুরী। প্রধান সহকারী পরিচালক - মনোজ সেনগুপ্ত। কর্মসচিব - কাশীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। রূপসজ্জা - নিতাই সরকার ও অনাথ মুখোপাধ্যায়। শিল্প নির্দেশনা - রবি চট্টোপাধ্যায়। সহকারী - সুরথ দাস। নৃত্য পরিকল্পনা - অসিত চট্টোপাধ্যায়। শব্দগ্রহণ - শ্যামসুন্দর ঘোষ ও সমর বসু। ব্যবস্থাপনা - চক্র মহাপাত্র, মুরারী চট্টোঃ, অশোক সাহা আর. বি. মেহতার তত্ত্বাবধানে ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরীতে পরিস্ফুটিত। অন্তর্দৃশ্য গ্রহণ - অরোরা ফিল্ম স্টুডিও ও ক্যালকাটা মুভিটোন স্টুডিও। গীত রচনা - শচীন্দ্র ভট্টাচার্য্য, সুধীন দাশগুপ্ত। প্রচার - ফণীন্দ্র পাল। প্রচার শিল্পী - পূর্ণজ্যোতি। স্থিরচিত্র - ক্যাপ্‌স ও রনেন চট্টোপাধ্যায়। পরিচয় লিখন - দিগেন স্টুডিও। সাজসজ্জা - দি নিউ স্টুডিও সাপ্লাই।

নেপথ্য সঙ্গীতে

মান্না দে - আরতি মুখোপাধ্যায় - বনশ্রী সেনগুপ্ত - অংশুমান রায় - সুজাতা মুখোপাধ্যায় - অমর রায় - চৈতী রায়

অভিনয়ে

রিতা (বাঘ), বৃন্দাবন (ষাঁড়), মটু (খাসী), পঞ্চানন (হাতী), অনুপকুমার, জয়শ্রী রায়, পার্থ মুখোপাধ্যায়, শমিত ভঞ্জ (অতিথি), বাসবী নন্দী (অতিথি), নির্মল ঘোষ, সুমিত্রা মুখোপাধ্যায় সুলতা চৌধুরী, চিন্ময় রায়, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর রায়, শ্যাম লাহা, বঙ্কিম ঘোষ, অলোক মিত্র, নৃপতি চট্টোঃ, উমানাথ ভট্টাচার্য্য, গীতা দে, পদ্মা দেবী, রেবা দেবী, রণজিত রায়, শান্তি বন্দ্যোপাধ্যায় সুচারু দাস, গৌর মালাকার, শৈল চট্টোপাধ্যায়, অসীম চক্রবর্তী, কবিতা চট্টোঃ, কৃষ্ণা চট্টোঃ, তুলিকা বসু, শ্রদ্ধা চট্টোঃ, অনিমা দাস, সন্ধ্যা অধিকারী, মণি ভট্টাচার্য্য, প্রতুল, কাশীনাথ, শম্ভু, দীপক, সুধীর, পবিত্র, মৃণাল, দীপক বসু এবং

পিকাই - শান্তনু - রাণা - বাপ্পা - চুমকী - চম্পা - মৌসুমী - মালা - জয় - রবি - পার্বতী - মধুমিতা - চন্দনা

মুদ্রণে : প্রিণ্টারিয়েণ্ট এণ্ড কোং, ৩২/১৩বি, বিডন স্ট্রীট, কলি-৬

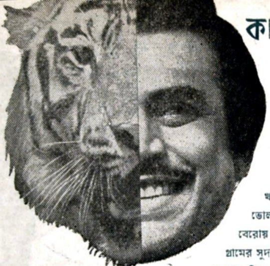

কাহিনী

এক যে ছিল বাঘ। সে থাকতো সার্কাসে আর খেলা দেখাতো। সেবার কুসুমপুর গ্রামের মেলায় এল সার্কাস। গ্রামের প্রেসিডেণ্ট রসরাজ'এর অত্যাচারে গ্রামবাসীরা সন্ত্রস্ত। গ্রামের উন্নয়নের জন্য যা বরাদ্দ তাও যায় প্রেসিডেণ্টের তহবিলে। এই গ্রামেরই পরোপকারী যুবক ভোলা সে চায় এই অবিচারের প্রতিবাদ করতে, থাকে সুযোগের প্রতীক্ষায়।

এদিকে খেলার সময় সবার অলক্ষ্যে বাঘ বেরিয়ে পড়লো খাঁচা থেকে গ্রামের পথে। হৈ-চৈ। থানায় খবর যায়। গ্রামে ঘোষণা করা হয় সতর্কবাণী। ভোলা সেই ঘোষণা শুনে নকল বাঘ সেজে বেরোয় অবিচারের প্রতিকারে। সেই রাতেই গ্রামের সুদখোর মহাজন তারিণী তার মেয়ের সাথে প্রেসিডেণ্টের ছেলের আশীর্বাদ স্থির করে। অথচ মেয়ে বাতাসী ভালবাসে ফেলুকে। ফেলু ভোলার সাহায্য চায়। সারা গ্রাম যখন বাঘের আতঙ্কে অস্থির, তখন গ্রামের একদল বাচ্চা ছেলে বাঘের সাথে বন্ধুত্ব করে। বাঘকে নিয়ে তারা হাসি গান হল্লা করে চলেঃছ।

তারপর ঘটনাস্রোত আবর্তিত হয় নানা মজাদার বৈচিত্রে। ধরা পড়ে চোর প্রেসিডেণ্টের দল। বাতাসীর সাথে বিয়ে হয়ে যায় তার প্রেমিক ফেলুর। মাতালের চরিত্র সংশোধিত হয়। গ্রামের লোকের অজস্র কৃতজ্ঞতা আর ভালবাসা নি য়ে বাঘ ফিরে যায় আবার সার্কাসের খাঁচায়।

(১)

প্রেম করা যে তারই সাজে
প্রেম করে যে সবার মাঝে
(বলি) প্রেম করা যে তারই সাজে
প্রেম করে যে সবার মাঝে ।

পুরুষ হয়ে - ও যদি পরুষ
করে খালি জুতো বুরুশ
(আহা) প্রেমের কি মূল্য আর
থাকবে বলে তার কাছে
প্রেম করা ... ... মাঝে ॥

চেহারাকে পালিশ করে
(আহা) চেহারাকে পালিশ করে
প্রেমিক হয়ে যাও বেঘোরে — (২)
পালাও সিধা রাস্তা ধরে
লড়তে গিয়ে আসল কাজে
প্রেম করা ... ... মাঝে ॥

আমি যদি তুমি হতাম
সবাইকে আজ দেখিয়ে দিতাম (২)
ভালবাসার তন্মী বয়ে
বেড়াতাম না গাছে গাছে ॥
প্রেম করা যে ... ... মাঝে ॥

(২)

আঃ আহা মরি মরি মজিনা সুন্দরী (২)
কোথা হতে এলে তুমি বেহেস্তের পরী (২)
আহা মরি মরি মজিনা সুন্দরী

মঃ বান্দা তুই বান্দার মত থাক
বামন হয়ে বাড়াসনে হাত
ধরতে আসমানের চাঁদ
তই বাড়াসনে হাত
বান্দা তুই বান্দার মত থাক ॥

Dio বললেই হল ?

আঃ আহা সেলাম তোমায় সেলাম বেগম সাহেবা
গোলামের আরজি শুনুন—
আমি সেই বাদশা আবদাল্লা (৪)

Dio আবদাল্লা

মঃ বাদশা আবদাল্লা ?
হা…হা…হা…হা…হা
রূপের হাটে রাজ্য আমার
আমি বেগম মজিনা
কোথায় তোমার জায়গীর বল
বাদশা আবদাল্লা

আঃ ও তোমার যৌবন আমার
জায়গীর সুন্দরী
পীরিতির কাঠ পি পড়ার দংশনে প্রাণ গেল জ্বলি
তোমার যৌবন … … … … সুন্দরী

আঃ মঃ আমরা বাদশা বেগম বনে গেছি
যৌবনেরি জোয়ারে ভেসেছি (৩)

(৩)

এক যে ছিল বাঘ
গায়ে ডোরা ডোরা দাগ
লক্ষ্মী সোনা ছেলে এমন
কেউ বকেনা, কেউ মারে না
একটুও নেই রাগ ॥

রাগ কোর না ভাই
লজেন্স দেব, আচার দেব
আর যা কিছু চাই—

ও বাঘ, — ও বাঘ,
একলা তুমি রাস্তা দিয়ে
যেও না আর ফিরে।
প্রেসিডেণ্টের পাঁঠা তোমায়
পেটটি দেবে চিরে ॥
তোমায় জামা জুতো কিনে দেব
টুকটুকে বউ এনে দেব
বলব না যা ভাগ ॥

লক্ষ্মী সোনা ... ... রাগ
ও বাঘ—, ও বাঘ—
সার্কাসেতে ডিগবাজী ত
কতই খেয়ে এলে
বেয়াদপি করলে এবার
কানটি দেব ম'লে
তোমায় গাইতে হবে যখন তখন
নাচতে হবে বলব যখন
লাগ ভেল্কী লাগ ॥

লক্ষ্মী সোনা ... ... রাগ ॥
এক যে ছিল বাঘ ... . রাগ ॥

( )

ঘুরে ঘুরে এই
চক্করেতেই
কেন পড়ে যাই
জানিনা ছাই (২)
দুর শা......

উম, পৃথিবীটা গোল
পড়েছি ভূগোল
মাথা কেন গোল
আমি কি জানি বাবা, আমি কি পাগল ?
ভেবে না পাই
গণ্ডগোলেই ধাক্কা খাই এই করে ?
ঘুরে ঘুরে এই ... ... দুর শা !

গিন্নী,—গিন্নী বলে
তুমিতো মাতাল
আরে বাবা, আমি বলি
তোমার জন্যে ত
রয়েছে হাসপাতাল।
Dio মানে মাথা খারাপের আর কি !

সেরা এ নেশা
ধোঁয়ায় মেশা, উঁম ... ...,
করি হামেশা
যখনই পাই
তবু নিজেকেই খুঁজে বেড়াই,
বেড়াচ্ছিতো—বেড়াচ্ছিতো—বেড়াচ্ছি—হট্—।
ঘুরে ঘুরে ... ... ছাই
Dio এই এডা আবার কেডা ?

(৫)

পুঃ আরে আরে চললে কোথায় সুন্দরী (২)
নাঃ হুঁ ? আমি দেবই দেব গলায় দড়ি (২)
পুঃ বলি ডুবতে যদি চাও
কলসী নিয়ে যাও
নয়তো খেয়ে দেখ বিষের বড়ি ॥

নাঃ যাও, আমি দেবই দেব গলায় দড়ি ॥

(বুঝলে) আমি দেবই দেব গলায় দড়ি ॥

পুঃ বুঝেছি

নাঃ হুঁ

—যদি -- তেমনি বাপের বেটি হই

যা বলব তা আমি করবই (১)

বেঁধে ঝুলব - গাছেই যদি মরি (২)

পুঃ তাহ'লে মর।

নাঃ মরবই ত।

পুঃ এই হক কথাটাই মানি তুমি বললে

(তবে) হাতে হ্যারিকেনটা নিয়ে কেন চললে ?(২)

নাঃ মিথ্যে কথা বলাই জানি পাপ (২)

বলছি তোমায় সাফ্ --

ঝোপে ঝাড়ে থাকতে পারে সাপ

(আমি) যদি ছোবল মারে কি করি ?

পুঃ ছি...ছি...ছি মরতেই চললে যদি গো সুন্দরী

সাপকেই মনে করো ধন্বন্তরী (২)

নাঃ আমি দেবই দেব গলায় দড়ি

(বুঝলে) আমি দেবই দেব গলায় দড়ি ॥

Dio ঃ ...ওমা......বা......ঘ......

আ—হাঃ—হাঃ—হাঃ

এবার তোকে কে বাঁচাবে

ওরে ব্যাটা মূর্খ পাঁঠা

রেঁধে হাড় মাংস চিবিয়ে খাবো—

দিয়ে পেঁয়াজ লংকা বাটা ॥

খেয়ে খেয়ে খোদার খাসি

যাবি এবার গয়া কাশী

Dio ছিলি উচ্চাভিলাষী, বৃন্দাবন কাশী,

মথুরা বারাণসী,

এবার সবাই দেখে নিবিরে......।

ভণ্ড মনিব থাকবে পড়ে

নামাবলীর লেবেল আঁটা ॥

এবার তোকে ... ... বাটা ॥

পাঁঠারে তোর ভাগ্য কত

মানুষ হোয়েও পায়না এত

পোড়া কাঠে জ্বলে পুড়ে

হয়রে তার জীবন গত ॥

Dio মানুষের—কত কষ্ট ॥

পাঁঠা হোয়ে তুইত এলি

সবাইকে বেশ গুঁতিয়ে গেলি

নিজে না এসে পরের জন্মে

পাঁঠা করে মনিবকে পাঠা ॥

আসছে
আফ্রিকার
শ্বাপদ-সংকুল
গহন
অরণ্যের
দুর্ধর্ষ
ছবি
ফ্লেমিঙ্গো ফিল্মসের
দো শিকারী
(ইস্টম্যানকলার)
বিশ্বজিৎ·বিনোদ খান্না
রেখা·অলোকা
পরিচালনা·রাজানাভাতে
সঙ্গীত·চিত্রগুপ্ত
মুভিমায়া পরিবেশিত